Update: 03-06-26

সাক্ষ্য স্মারকলিপি

১. মামলার নম্বর, তারিখ ও ধারা :

কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা থানার মামলা নং- ১৫, তারিখঃ ২০/০৬/২০২৪ খ্রিঃ, ধারা-১৪১/১৪৩/৩২৩/৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩৭৯/৩৮৫/৩৪ পেনাল কোড।

২. পিবিআই কর্তৃক মামলা গ্রহনের তারিখ ও প্রক্রিয়া :

২৫/০৭/২০২৬ খ্রিঃ তারিখ বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে/পুঃ হেঃ কোঃ এর নির্দেশে/পিবিআই কর্তৃক স্ব-উদ্যোগে মামলাটি তদন্তের জন্য পিবিআই কিশোরগঞ্জ জেলা কর্তৃক গৃহীত হয়। (এখানে স্মারক উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। পিবিআই হেঃ কোঃ কর্তৃক তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ অনুমোদনের তারিখ প্রযোজ্য হবে।)

৩. মামলা রুজুর তারিখ ও সময় :

তারিখ ঃ ২০/০৬/২০২৪ খ্রিঃ, সময়- ১৩.০০ ঘটিকা।

৪. ঘটনার তারিখ ও সময় :

তারিখ ঃ ১৯/০৬/২০২৪ খ্রিঃ, সময়- ০৮. ০০ ঘটিকা।

৫. তদন্তকারী অফিসারের নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বর :

পূর্ববর্তী তদন্তকারী অফিসার (যদি থাকে) তাদের নাম ও পদবীসহ সংস্থার নাম ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করতে হবে)

১. এসআই(নিঃ)/মোঃ মিজানুর রহমান, বিপি-৮২০১২০২৬২৫, ইটনা থানা, কিশোরগঞ্জ জেলা।
২. সহকারী পুলিশ সুপার, মোঃ আমিনুর রহমান, বিপি-৬৫৯০১১২০২৯, সিআইডি, কিশোরগঞ্জ জেলা।
৩. পুলিশ পরিদর্শক(নিঃ)/মোঃ আতাউর, বিপি-৮১০৫১০২, মোবাঃ নং-০১৭০০০০, পিবিআই কিশোরগঞ্জ জেলা।

৬. তদারকী অফিসার এর নাম ও পদবী :

পুলিশ সুপার, জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম, বিপি-৮০০৫০০০০০০, পিবিআই কিশোরগঞ্জ জেলা।

৭. এজাহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

(এজাহারের সারাংশ এখানে লিখতে হবে। এজাহারের বক্তব্য হুবহু লিখবে না। বাদীর বক্তব্যকে পরোক্ষ্য বাচ্যে লিখতে হবে। যেমন- বাদী অভিযোগ করেন যে, তার পিতা ভিকটিম আঃ করিম বাজার থেকে বাড়ী যাবার পথে ঘটনাস্থলে আসামীরা হত্যার উদ্দেশ্যে লাঠি দ্বারা মাথায় আঘাত করে। কোনভাবেই 'আমার পিতা' লিখা যাবে না।)

৮. বাদী/বাদীনির নাম, ঠিকানা, এনআইডি ও মোবাইল নম্বর :

বাবু মন্ডল (৪৫), পিতা- নিলয় মন্ডল (৬৫), গ্রাম- রসুলপুর, ডগাইর ইউনিয়ন, থানা-ইটনা, জেলা-কিশোরগঞ্জ, এনআইডি ঃ ১২৩৪৫৭৬৮, মোবা ঃ ০১৭০০০০০০।

৯. এজাহারনামীয় আসামীর নাম ও সংখ্যা :

১. মামুন (২৫), ২. বাবুল (৩০), ৩. জামাল (৩২) সহ সর্বমোট ০৩ জন।
(এজাহারের বর্ণিত ক্রমানুসারে লিখতে হবে।)

১০. তদন্তে প্রাপ্ত অভিযুক্ত আসামী/আসামীদের নাম, বয়স ও পিতা/ স্বামীর নাম, ঠিকানা, এনআইডি ও মোবাইল নম্বর :

(ক) এজাহারনামীয় আসামী :

১। মোঃ রইছ উদ্দিন (৫০), পিতা-নাসির উদ্দিন, গ্রাম- রসুলপুর, ডগাইর ইউনিয়ন, থানা-ইটনা, জেলা-কিশোরগঞ্জ, এনআইডি ঃ ১২৩৪৫৭৬৮, মোবা ঃ ০১৭০০০০০০।

(খ) এজাহার বহির্ভূত :

১. ২. ৩.

১১. তদন্তে অব্যাহতিপ্রাপ্ত আসামীর নাম :

(ক) এজাহারনামীয় আসামী :

৩. ৫. ৯. মোট ৩ জন এক্ষেত্রে এজাহারের কলামের আসামীর নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

(খ) এজাহার বহির্ভূত/সন্দিগ্ধ হিসাবে গ্রেফতারকৃত :

১. ২. ৩.

১২. তদন্তেপ্রাপ্ত অভিযুক্ত আসামীদের বিষয়ে তথ্য :

(শুধু মাত্র সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে)

(ক) গ্রেফতারকৃত আসামীর সংখ্যা ঃ ০১ জন
(খ) জামিন প্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ঃ ০১ জন
(গ) পলাতক আসামীর সংখ্যা ঃ ০২ জন

১৩. পূর্ববর্তী তদন্তের ফলাফল :

থানা/ডিবি/সিআইডি/র‌্যাব/অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক যদি থাকে উক্ত তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যাদি প্যারা অনুযায়ী লিখতে হবে। সেই সংগে তদন্তকারী সংস্থার কোন আইও কত দিন তদন্ত করেছে তা প্রথম লাইনে স্পষ্ট করতে হবে। যেমন ঃ

<u>থানা পুলিশ কর্তৃক</u> :

কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা থানার এসআই/মাহমুদুল হাসান ২০/০৬/২০২৪ হতে ১৯/০৮/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রায় ০২ মাস সময়কাল মামলাটি তদন্ত করেন। তদন্তকালে তিনি...।

(এই কলামে শুধুমাত্র পূর্বের তদন্তের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সমূহ উল্লেখ করতে হবে। যেমন ইটনা থানার এসআই মামলার প্রাথমিক তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করেন এবং এজাহার নামীয় ২ জন আসামীকে গ্রেফতার করেন। পরবর্তীতে জেলা পুলিশ সুপার মামলাটি জেলা ডিবিকে তদন্তের জন্য নির্দেশ দেন)

<u>জেলা ডিবি কর্তৃক</u> :

এসআই/আঃ করিম ২০/০৮/২০২৪ হতে ১৯/১১/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রায় ০৩ মাস সময়কাল মামলাটি তদন্ত করেন। তদন্তকালে তিনি এজাহার নামীয় ০৩ জন আসামীকে গ্রেফতার করে ০৭ জন আসামীর বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন এবং এজাহার নামীয় আসামী জামাল উদ্দীন এর কোন সংশ্লিষ্টতা না পেয়ে অব্যাহতির আবেদন করেন। (অর্থাৎ জেলা গোয়েন্দা পুলিশ কর্তৃক যদি তদন্তে কোন দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়ে থাকে তার বিবরণ)।

১৪. নারাজীর কারনণ ও আদালতের আদেশ পর্যালোচনা :

(বাদী সাধারনত ৩ কারনে নারাজী দিয়ে থাকে। যেমন- ১. ধারা বাদ, ২. আসামী বাদ, ৩. মামলায় চুড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল। পাশাপাশি বাদী নারাজীর সাথে কিছু যুক্তি উপস্থাপন করে যেমন- তাহার মানীত সাক্ষীদের বক্তব্য না শুনে এবং এমসি সঠিকভাবে যাচাই না করে তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলাটিতে ২ জন আসামীকে বাদ দিয়েছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ধারা সংযোজন করেন নাই। বিজ্ঞ আদালত বাদীর নারাজীর আবেদন যৌক্তিক বিবেচনায় অধিকতর/পুনঃ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন পিবিআইকে। অর্থাৎ এই কলামে পূর্বের তদন্তে চুড়ান্ত প্রতিবেদন/সিএস এর ক্ষেত্রে বাদ দেওয়া ধারা সমূহ উল্লেখ করা অথবা আসামী অব্যাহতির ক্ষেত্রে আসামীর সংখ্যা বা নাম উল্লেখ করতে হবে এবং আদালত এর নির্দেশনার বিষয়ে উল্লেখ করতে হবে) যেমন-

জেলা গোয়েন্দা পুলিশ মামলাটি তদন্ত শেষে ০২ জন আসামীর বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৩০২/৩৪ ধারায় চার্জশীট দাখিল করলেও এজাহার নামীয় আসামী মোঃ জামাল উদ্দীনকে বাদ দেওয়ায় বাদী বিজ্ঞ আদালতে নারাজী প্রদান করেন। আদালত উক্ত নারাজী মঞ্জুর করে পিবিআইকে মামলাটি অধিকতর তদন্তের নির্দেশ প্রদান করেন।

১৫. পিবিআই কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ :

(ক) অভিযোগ পর্যালোচনায় বিবেচ্য বিষয় সমূহ :

(১) ঘটনার তারিখ, স্থান ও সময়ে বাদী মোঃ বাবু মন্ডল ইসলামপুর মাদ্রাসার সামনে পৌছিলে বিবাদীগণ পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ওঁত পেতে থাকাবস্থায় বাদীর সামনে এসে পথরোধ করেছিল কিনা।

(২) আসামীগণ বাদীর নিকট থেকে ৪,৭২,০০০/- (চার লক্ষ বাহাত্তর হাজার) টাকা বল প্রয়োগ ও মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে জোর পূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছিল কিনা।

(৩) আসামীগণ বাদীকে জীবনে মেরে ফেলার ভয়ভীতি ও প্রাণনাশের হুমকি প্রদর্শন করেছিল কিনা।

(৪) আসামীগণ কর্তৃক মারপিটের ফলে গুরুত্বর আহত হয়ে বাদী কোন চিকিৎসা গ্রহণ করেছিল কিনা।

(৫) আসামীগণ ঘটনাস্থল হতে চলে যাওয়ার সময় বাদীকে কোন ভয়ভীতি ও প্রাণে মেরে লাশ গুম করার হুমকি দিয়েছিল কিনা।

(৬) সকল আসামীগণ এই ঘটনায় জড়িত ছিল কিনা।

(এজাহার পর্যালোচনা করে কি কি অভিযোগ এর সত্যতা যাচাই করতে হবে তা নির্ধারন করতে হবে।

(খ) ঘটনাস্থল পরিদর্শন, খসড়া মানচিত্র ও সূচীপত্র অংকন এবং ছবি উত্তোলন :

আমি অত্র মামলার তদন্তভার গ্রহণ করে বাদীর দেখানো মতে গত ০৩/১২/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ, সময় ১০.৩০ ঘটিকা হতে ১২.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি। ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র অংকনসহ সূচিপত্র তৈরী এবং ঘটনাস্থলের ছবি উত্তোলন করি। (ঘটনাস্থলের ছবি উত্তোলনের ক্ষেত্রে বাদী ও তদন্তকারী কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে দাড়িয়ে একত্রে একটি ছবি উত্তোলন করবেন এবং মামলার ডকেটে সংযুক্ত করবেন।)

(গ) ঘটনাস্থল, ঘটনার তারিখ ও সময়কাল :

মামলার ঘটনাস্থল কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা থানাধীন ডগাইর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের রসুলপুর গ্রামের গোলাইডাঙ্গা বাজারস্থ জনৈক হাজী রমজান আলী পিতা- মৃতঃ ওয়াজ উদ্দীন উদ্দীন এর ৩য় তলার বিল্ডিং এর ২য় তলার পশ্চিম ফ্লাটে অবস্থিত নীড সিএস লিমিটেড এর কার্যালয়। যাহার চৌহদ্দী নিম্নরুপ-উত্তরেঃ খেলারমাঠ, দক্ষিনেঃ চলাচলের রাস্তা, পূর্বেঃ পুকুর, পশ্চিমেঃ বাঁশের ঝাড়।

ঘটনার সময়কাল ২০/০৬/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ, রোজ মঙ্গলবার আনুমানিক সময় রাত ৮.৩০ ঘটিকা।

(ঘটনাস্থলের বর্ণনার সময় জেলা, থানা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড নম্বর ও চৌহদ্দী উল্লেখ করতে হবে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে যে সকল মামলায় উপরোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে উহার কারন উল্লেখ করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে মামলার এজাহারে উল্লিখিত ঘটনাস্থল ও সময়কালের সহিত বাস্তব পরিদর্শনে ভিন্নতা পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে আর্জিতে উল্লিখিত তথ্যাদি প্রথমে উল্লেখ করে বাস্তবে যা পাওয়া গেলো তা পরবর্তীতে উল্লেখ করতে হবে।

(ঘ) অভিযোগকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ :

(মামলার বাদী মোঃ বাবু মন্ডল (৩৭) কে ঘটনার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। বাদীর বক্তব্যে গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য বাদ গেলে বা বাদী পরবর্তীতে জানালে তাহা সিআরপিসি ১৬১ ধারা মোতাবেক রেকর্ড করতে হবে।)

মামলার বাদী মোঃ বাবু মন্ডল (৩৭) কে ঘটনার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি তার দাখিলকৃত অভিযোগের ন্যায় একই বক্তব্য প্রদান করেন বিধায় তার জবানবন্দী সিআরপিসি ১৬১ ধারা মোতাবেক লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন মনে করলাম না। (তবে গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য বাদ গেলে বা বাদী পরবর্তীতে জানালে তাহা রেকর্ড করতে হবে)

(ঙ) জব্দকৃত আলামতের বিবরণ :

ঘটনা সংক্রান্তে কোন আলামত থাকলে তা জব্দ পূর্বক উহার বিবরণ লিখতে হবে। আলামত কবে, কোন সংস্থা, কোথা হতে, কিভাবে, কার নিকট হতে জব্দ করা হয়েছে তার বিবরণ উল্লেখ করতে হবে। আর যদি কোন আলামত না থাকে তাহলে মামলা সংক্রান্তে আলামত জব্দের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কোন আলামত না পাওয়ায় জব্দ করা সম্ভব হয়নি। এমনকি মামলার বাদী এই মামলা সংক্রান্তে কোন আলামত উপস্থাপন করতে পারে নাই মর্মে লিখতে হবে।

(চ) সুরতহাল প্রতিবেদন পর্যালোচনা :

এক্ষেত্রে ভিকটিমের শরীরে উল্লেখযোগ্য কোন আঘাতের চিহ্ন বা গুরুত্বপূর্ন কোন তথ্যাদি থাকলে তা সুরতহাল প্রতিবেদন অনুযায়ী উল্লেখ করতে হবে।

(ছ) বিশেষজ্ঞের মতামত :

মামলা সংক্রান্তে কোন বিশেষজ্ঞের মতামত (M/C, PM Report/DNA Report/Finger Print Expert opinion/Foot Print Expert opinion/ Chemical Report/Ballestic Report/Mobile Forensic Report/Computer Forensic Report/Viscera Report/Fake Note/Hand Writing Expert Opinion/etc) যদি থাকে তা পর্যালোচনা পূর্বক উক্ত সার্টিফিকেট অনুসারে হুবহু লিখতে হবে। গত ১৬/০৭/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ ইটনা সদর হাসপাতাল থেকে প্রাপ্ত যেমন- ভিকটিম রাসেল শেখ (২৫) এর জখমের ডাক্তারী সনদপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, Dr. Syed Mohamad Ittehad Ali, Assistant Surgeon, Dimukha Union Sub center, Etna PS, Kishoregonj District মতামত দিয়েছেন যে, A Sharp cutting mark 3 inch long & 1 inch deep on the left site of the back. Nature of weapon: Blunt. Comment: injury : simple in nature ” অর্থাৎ ইহা একটি সাধারণ জখম। এমনকি মামলা সংক্রান্তে যদি কোন বিশেষজ্ঞের মতামত না থাকে তাহলেও ‘এই মামলা সংক্রান্তে কোন বিশেষজ্ঞের মতামত পাওয়া যায় নাই বা সংশ্লিষ্ট না থাকায় মতামত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই’ লিখতে হবে। নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার ক্ষেত্রে ধর্ষণের পরীক্ষার তারিখ এবং সকল ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞের মতামত প্রাপ্তির তারিখ উল্লেখ করতে হবে)

(নমুনা)

অত্র মামলার বাদী মোঃ বাবু মন্ডল এর অভিযোগে বিবাদীগণ কর্তৃক কিল, ঘুষি, লাথি মেরে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় নিলা ফুলা জখম করার কথা উল্লেখ থাকলেও এই মামলার বাদী চিকিৎসার জন্য কোন হাসপাতালে ভর্তি হন নি বা স্থানীয়ভাবে কোথাও চিকিৎসা গ্রহণ করেন নি মর্মে বাদী ও সাক্ষীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে জানা যায়, তাই এই মামলায় কোন চিকিৎসা সনদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

(মামলা সংক্রান্তে যদি একাধিক ভিকটিম ও আসামী জড়িত থাকে তাহলে তা ছক আকারে পিবিআই কর্তৃক তদন্ত ১৬নং কলামে পর্যালোচনা হিসাবে উপস্থাপন করতে হবে। বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদন/ডাক্তারী সনদ কবে তদন্তকারী কর্মকর্তা হাতে পেয়েছেন উক্ত তারিখ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।)

(জ) দালিলিক সাক্ষ্যের বিবরণ :

মামলা সংক্রান্তে যদি কোন ব্যাংক স্টেটমেন্ট/সিডিআর/সিডিএমএস রেকর্ড/ডিড/লীজদলিল/সার্টিফিকেট/আপোষনামা/শালিশনামা/জিডি/নিকাহনামা/কাবিননামা/তালাকনামা/হিন্দু বিবাহ রেজিষ্টেশন/ব্যাংক চেক/অন্যান্য মামলার কপি বা রায় ইত্যাদি থাকে তা বিশ্লেষণ পূর্বক বিবরনসহ লিখতে হবে। এমনকি যদি কোন দালিলিক সাক্ষ্য নাও থাকে তাহলে ‘এই মামলা সংক্রান্তে কোন দালিলিক সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি’ মর্মে লিখতে হবে।

(নমুনা)

কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসক অফিস স্মারক নং-৫৬৭, তারিখ-১২/০৮/২০২৪ খ্রিঃ মোতাবেক প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২ নং বিবাদী মোঃ জামাল (৩৪), পিতা- মোবারক হোসেন, সাং- জয়পুর, থানা- ভৈরব, জেলা- কিশোরগঞ্জ মামলার ঘটনার তারিখ ও সময়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত ছিলেন।

(হাজিরা রেজিস্ট্রারের সত্যায়িত কপি সংযুক্ত) (দালিলিক সাক্ষ্যের বিষয়টি মামলার সাথে কিভাবে সম্পর্কিত তা পিবিআই কর্তৃক তদন্ত কলামে বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে এবং দালিলিক স্বাক্ষ্য সমূহ বিধি মোতাবেক জব্দ করতে হবে)

(ঝ) সিআরপিসি ১৬১ ধারা মোতাবেক গৃহীত জবানবন্দি :

পূর্বের তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং বর্তমান তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক মোট কতজন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহন করা হয়েছে উক্ত সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে। সাক্ষীদের বক্তব্য তুলে ধরার প্রয়োজন নাই।

(ঞ) ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪/ নাঃ শিঃ নিঃ দমন আইনের ২২ ধারা মোতাবেক গৃহীত জবানবন্দী :

স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী আসামী/সাক্ষী/ভিকটিম এর তা স্পষ্ট উল্লেখ করতে হবে। আসামীর ক্ষেত্রে সে নিজেকে জড়িয়ে স্বীকারোক্তি করেছে কিনা তা উল্লেখ করতে হবে। দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর সার সংক্ষেপ এই কলামে উল্লেখ করতে হবে।

(ট) পিবিআই কর্তৃক গ্রেফতার :

পূর্বের তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ২০/০৬/২০২৪ খ্রীঃ তারিখ এজাহার নামীয় ০১ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছিলেন। পিবিআই কর্তৃক কোন গ্রেফতার নাই। (গ্রেফতারের তারিখসহ উল্লেখ করতে হবে)

১৬. পিবিআই কর্তৃক তদন্তের সার্বিক পর্যালোচনা ও ফলাফল :

এই কলামে তদন্তকালে গৃহীত সকল পদক্ষেপ যেমন- অভিযোগ পর্যালোচনান্তে ঘটনাস্থল পরিদর্শন হতে শুরু করে আলামত জব্দ, বিশেষজ্ঞের মতামত, দালিলিক সাক্ষ্য, বাদীর মানীত ও নিরপেক্ষ সাক্ষীদের বক্তব্যসহ সকল বিষয় উল্লেখ করে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে হবে এবং সে আলোকে অভিযোগের বিষয়টি কিভাবে প্রমানিত ও অপ্রমানিত সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদি উল্লেখ করতে হবে। এক্ষেত্রে ঘটনা সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় সমূহ এই কলামে আসবে।

এই অংশে তদন্তের সকল ধাপ সমূহ প্যারা অনুযায়ী লিখতে হবে। যদি স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দী থাকে তা সংক্ষেপে লিখতে হবে। অভিযোগ প্রামানিত হওয়ার বিষয়টি আলাদা প্যারাতে উল্লেখ করতে হবে এবং সর্বশেষ প্যারাতে অভিযোগ প্রামানিত না হওয়ার কারণ সমূহ আসামীদের নাম উল্লেখ করে পর্যায়ক্রমে বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে। অর্থাৎ বাদীর আনীত অভিযোগ কিভাবে প্রমানীত/অপ্রমানীত তা বিস্তারিত উল্লেখ করে প্রমান করতে হবে যে উক্ত ব্যক্তি নির্দোষ, ঘটনার সহিত জড়িত নহেন অথবা ঘটনার সহিত জড়িত। মামলা সংক্রান্তে যদি একাধিক ভিকটিম এবং একাধিক অপরাধী জড়িত থাকে তবে সেক্ষেত্রে প্রাপ্ত মেডিকেল সার্টিফিকেট সমূহ পর্যালোচনা পূর্বক এমসি প্রাপ্তির তারিখ উল্লেখ করে নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী উপস্থাপন করতে হবে।

(নমুনা)

ভিকটিমের নাম	ইনজুরির স্থান	ইনজুরি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের বর্ণনা	অস্ত্র	ইনজুরির প্রকৃতি	অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তির নাম	আইনের ধারা
লতিফ	পিঠের বাম পাশে	Grievous hurt by sharp cutting weapon	Sharp cutting	Grievous	রজব আলী	৩২৬ পেনাল কোড
রাজিব	মাথায়	Grievous hurt by blunt weapon	Blunt	Grievous	শুকুরজান	৩২৫ পেনাল কোড ৩০৭ পেনাল কোড
	বাম পায়ে	simple hurt by sharp cutting weapon	Sharp cutting	Simple	লাল মিয়া	৩২৪ পেনাল কোড
আইনুল হক	পায়ে	Bruises by lethal weapon	Blunt	Simple	সবুজ	৩২৩ পেনাল কোড

তদন্তকারী কর্মকর্তা বাদী বা বিবাদীদের বিষয়ে কোন পক্ষপাতমূলক কিংবা বিদ্বেষপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করবেন না। যেমন- 'বাদী একজন লোভী, অসৎ চরিত্রের বদমেজাজী ও মিথ্যাবাদী লোক কিংবা মামলাটি মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত যা বিবাদীদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে দায়েরকৃত' এসকল শব্দ পরিহার করে, বলতে হবে তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী এ সকল অপরাধ/ঘটনা সত্য মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। আর এ সকল অপরাধ/ ঘটনা সত্য মর্মে প্রতীয়মান হয়নি। কোন ব্যক্তি বিশেষ সম্পর্কে মন্তব্য করার প্রয়োজন হলে বলতে হবে, তাহার বা তাহাদের পিসি/পিআর যাচাই করে জানা যায় যে, তাহার স্বভাব চরিত্র ভালো/ভালো নয়। স্থানীয় ভাবে তদন্তে আরোও জানা যায় যে, ১ নং বিবাদী মাদক ব্যবসার সহিত জড়িত। বিবাদীগণের বিরুদ্ধে ইতোপূর্বে কোন মামলা হয়ে থাকলে মামলা নাম্বার তারিখ ও ধারা উল্লেখ করতে হবে।

১৭. পূর্ববর্তী তদন্তের ফলাফলের সহিত পিবিআই এর তদন্তের ফলাফলের উল্লেখযোগ্য মিল/অমিল/অগ্রগতি :

এই কলামে সর্বশেষ তদন্তের ফলাফলের সহিত বর্তমান তদন্তের যে সকল মিল/অমিল রয়েছে সে সকল বিষয় যেমন ফাইনাল রিপোর্ট এর স্থলে বর্তমানে চার্জশীট অথবা নতুন কোন ধারা সংযোজন বা বিয়োজন কিংবা পূর্বেকার সিএস ভূক্ত আসামীর স্থলে বর্তমানে আসামীর সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি হয়ে থাকলে তা উল্লেখ করতে হবে। এমনকি পূর্বের তদন্তের সহিত বর্তমান তদন্তের ফলাফল একই থাকলে, তাহাও উল্লেখ করতে হবে।

১৮. তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামত :

(নমুনা)

বাদীর আনীত অভিযোগ পর্যালোচনাসহ বাদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র, সূচীপত্র ও ঘটনাস্থলের ছবি উত্তোলন করা হয়েছে। আলামত জব্দ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞের মতামত ও দালিলিক সাক্ষ্য সমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। বাদীর মানীত ও নিরপেক্ষ সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। মামলাটির সার্বিক তদন্তে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে, আলামতসমূহ ও বিশেষজ্ঞের মতামত এবং দালিলিক সাক্ষ্য সমূহ পর্যালোচনায় ও ঘটনার পারিপার্শ্বিকতায় নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করা হ'ল।

(এক্ষেত্রে মতামতের শুরুতেই উক্ত গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ খুবই সংক্ষেপে লিখে অতঃপর যে সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে সকল ধারার অভিযোগ প্রমানিত হয়েছে তা প্রথমদিকে উল্লেখ করতে হবে এবং যাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত হয়নি তা পরের দিকে উল্লেখ করতে হবে। উভয় ক্ষেত্রে নামানুসারে প্যারা করে লিখতে হবে। এক্ষেত্রে অপরাধ কিভাবে প্রমানিত/অপ্রমানিত তা লিখার প্রয়োজন নাই। শুধুমাত্র ধারা সমূহ উল্লেখ করতে হবে। কেননা অপরাধ প্রমানিত/অপ্রমানিত বিষয়ে ১৬ নং কলামে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একই কথা বারংবার লিখা যাবে না। মতামত প্রদানের সময় বলতে হবে, এজাহারনামীয় আসামী রিন্টুর বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৩০২ ধারার অপরাধ প্রাথমিকভাবে সত্য প্রমানিত হয়েছে।

এজাহারনামীয় আসামী মন্টুর বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৩০২ ধারার অভিযোগ প্রাথমিকভাবে সত্য প্রমানিত হয় নাই। সর্বশেষে মামলাটিতে কোন কোন ধারায় অভিযোগপত্র দাখিল করা হচ্ছে তা লিখতে হবে। এই কলামে এক নজরে গৃহীত কার্যক্রম সমূহের হেড লাইন সমূহ উল্লেখ করতে হবে কিন্তু বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে হবে না। বিস্তারিত বিবরণ পিবিআই কর্তৃক তদন্তের সার্বিক পর্যালোচনা অর্থাৎ ১৬ নং কলামে থাকবে।)

১৯. বিজ্ঞ পিপি'র মতামত :

শুধুমাত্র খুন/ডাকাতি/খুনসহ ডাকাতির নতুন মামলা কিংবা বিশেষ ক্ষেত্রে। (বিজ্ঞ পিপির মতামত নেয়ার ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক এমই দাখিলের পর পুলিশ সুপার নিম্নোক্ত ভাবে তার মন্তব্য লিখবেন।)

(নমুনা)

তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন দেখিলাম। বিজ্ঞ পিপি'র মতামত গ্রহন করা হউক।

২০. পুলিশ সুপার/অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের মতামত :

বিজ্ঞ পিপির মতামত পাওয়া পর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার/পুলিশ সুপার স্বহস্তে তার লিখিত মতামত প্রদান করে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত ডিআইজি এর নিকট মতামতের জন্য M/E উপস্থাপন করবেন। অতিরিক্ত ডিআইজি সকলের মতামত পর্যালোচনা করে তার মতামত প্রদান করবেন এবং M/E টি চূড়ান্ত ভাবে অনুমোদনের জন্য পিবিআই সদর দপ্তরে প্রেরন করবেন। M/E পিবিআই হেঃকোঃ কর্তৃক চূড়ান্ত ভাবে অনুমোদিত হলে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার ফলাফল (অনুমোদিত M/E অনুযায়ী) অতিঃ পুলিশ সুপার/পুলিশ সুপার এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আদালতে দাখিল করবেন এবং বাদীকে তদন্তের ফলাফল বিধি মোতাবেক অবহিত করবেন। আদালত কর্তৃক পুলিশ প্রতিবেদন গৃহীত হলে উহার প্রমান পত্র(চালান) সহ মামলার কেস ডকেটের এক কপি (পুলিশ প্রতিবেদন এর ছায়ালিপি সহ) পিবিআই এর জেল া অফিসে এবং এক কপি সংশ্লিষ্ট সার্কেল/জোন অফিসে প্রেরন করবেন এবং সে মোতাবেক পিবিআই অফিসে রক্ষিত খতিয়ান রেজিষ্টার এবং কম্পিউটারে রক্ষিত ডিজিটাল রেকর্ড/CDMS আপডেট করবেন। পুরো প্রক্রিয়াটি অতিঃ পুলিশ সুপার/পুলিশ সুপার ব্যক্তিগত ভাবে তদারকীর মাধ্যমে নিশ্চিত করবেন।

বিঃ দ্রঃ উক্ত সাক্ষ্য স্বারকলিপি ফরমেটটি সকল পিবিআই জেলা অফিসে ডাউনলোড করবেন এবং Legal Size পেপারে লিখবেন। লিখার ফন্ট সাইজ (13) ও SutonnyMJ/Unicode- এ লিখতে হবে। মার্জিন বামে ১.২ ইঞ্চি, ডানে ১ ইঞ্চি, নিচে ১ ইঞ্চি এবং উপরে ১ ইঞ্চি থাকবে এবং প্রেরিত ছক মোতাবেক প্রস্তুত করবেন। ইচ্ছেকৃত ভাবে অপ্রয়োজনীয় কোন পরিবর্তন করা যাবে না। ঝামেলা এড়াতে উক্ত ফরমেটটি পিবিআই ওয়েবসাইট হতে ডাউনলোড করে নিবে।